গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ৫ ৳ ৫

পাঁচ টাকা

এ
ঙ ০৯২৬৫৮৩

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

জিলা- ঢাকা, থানা-ধানমন্ডি অধীন।

অছিয়ত নামা দলিল।

১। মোঃ আমিনুর রহমান মামুন, ২। মো ঃ আতিকুর রহমান মাহমুদ, ৩। মোঃ আনিসুর রহমান মাসুদ, সর্ব পিতা- মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান, সাং- ৬০ নং গ্রীণ রোড, থানা- ধানমন্ডি, জিলা-ঢাকা, জাতীয়তা বাংলাদেশী, ধর্ম-ইসলাম, পেশা-যথাক্রমে-ব্যবসা।

অছিয়ত দলিল গ্রহিতাগণ।

মোসাম্মৎ লুৎফুন নেছা বেগম, স্বামী- মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান, সাং- ৫২ নং লালবাগ রোড, থানা- লালবাগ, জিলা- ঢাকা, হাল সাং- ৬০ নং গ্রীণ রোড, থানা- ধানমন্ডি, জিলা-ঢাকা, জাতীয়তা বাংলাদেশী, ধর্ম-ইসলাম, পেশা-গৃহিনী।

অছিয়ত দলিল দাত্রী।

পরম করুনাময় আল্লাহ তা'লার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া অত্র অছিয়ত নামা দলিলের বয়ান লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমি অত্র অছিয়ত দলিল দাত্রী বিগত ইংরেজী ৩০/৫/১৯৫২ সন তারিখে ঢাকা সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৬৫৬ নং সাফ কবলা দলিল মূলে আহাম্মদ খা গংদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া খরিদা সূত্রে মালিক ভোগ দখলকারিনী নিয়ত থাকিয়া আমার নিজ নামে নামজারী ও জমাভাগ করাইয়া এবং মহানগর জরিপে নিজ নাম শুদ্ধরূপে রেকর্ডভুক্ত করাইয়া এযাবৎকাল অন্যের নিরাপত্তে ও নির্বিবাদে পরম সুখে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।

তোমরা দলিল গ্রহিতাগণ আমি দলিল দাত্রীর গর্ভজাত পুত্র সন্তান বটে। বর্তমান সময়ে আমি বয়োবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। কখন যে, জীবনের দীপ শিখা নির্বাপিত হয় তাহার কোন প্রকার নিশ্চয়তা নাই। কাজেই আমার জীবদ্দশায় আমার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির স্বত্ত্বাধিকারী নিযুক্ত করার অভিপ্রায়ে অত্র অছিয়ত নামা দলিল সম্পাদন করিতে ইচ্ছা পোষন করিতেছি।

চলমান পাতা/২

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

Scanned by CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ৫ ৳ ৫

পাঁচ টাকা

এঃ/৫ — ০৯২৬৫৮৫

৫। উল্লেখ্য থাকে যে, অত্র অছিয়ত দলিল গ্রহিতাগণের বরাবরে ইহাই আমার প্রথম ও শেষ অছিয়ত নামা দলিল বটে।

৬। নিম্ন তপসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে $\frac{১}{৩}$ অংশের বেশী নহে।

৭। আরও উল্লেখ থাকে যে, আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি ৭ (সাত) কন্যা যথাক্রমে (১) মিসেস রেজিনা আক্তার, (২) ডাঃ রওশন হাকিম, (৩) মিসেস জোহরা আক্তার বেগম, (৪) মিসেস আখতার সুলতানা, (৫) মিসেস শিরিন আখতার, (৬) মিসেস নাজনীন আক্তার, (৭) মিসেস ইয়াসমিন আক্তার, এদের মধ্যে সমহারে হেবা বেলএয়াজ নামা দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়া দিয়াছি। তাই তাহারা এবং তাহাদের ওয়ারিশগন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না দাবী দাওয়া করিলে তাহা সর্ব আইন আদালতে অগ্রাহ্য বা বাতিল বলিয়া গন্য হইবে ও হইবেক।

৮। আরও উল্লেখ রহিল যে, অত্র অছিয়ত নামা দলিলে তুমি ১নং দলিল গ্রহিতা আমার বড় ছেলে মোঃ আমিনুর রহমান মামুনকে অছি নিয়োগ করিলাম এবং আমার মৃত্যুর পর তুমি অছিয়ত নামা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ করিবে।

আর উল্লেখ থাকে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত অছিয়তকৃত সম্পত্তি ও তাহাতে বিদ্যমান বাড়ী, দোকান পাঠ ও অফিস ইত্যাদি যা কিছু আছে সব কিছুতেই আমার ৩ (তিন) ছেলে সমহারে মালিকানা পাইবে। উপরোক্ত সম্পত্তি বন্টন বা ব্যবহার ইমারত নির্মান যাবতীয় কাজ ৩ (তিন) ছেলের সর্বসম্মতি ক্রমে হইতে হইবে। এই আপোষ বন্টনে তিন ছেলের স্বাক্ষর ও স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র অছিয়ত নামা দলিল পাঠ করিয়া ও পাঠ করাইয়া উহার মর্ম ও ফলাফল অবগত হইয়া অত্র অছিয়ত নামা দলিল সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি বাংলা ১৪০৯ সনের ৬ই

চলমান পাতা/৪

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

Scanned by CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳২৫০ ৳২৫০

দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ঝ/২.৫০ ০৫৪২৮৭৪

"অছিয়তকৃত সম্পত্তির তফসিল পরিচয়"

জিলা-ঢাকা, থানা-থানমন্ডি ও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস মোহাম্মদপুর অধীন। ঢাকা কালেক্টরীর তৌজিভূক্ত। সাবেক ২৫১ নং মৌজা "ধানমন্ডি" স্থিত। সাবেক ১৮৯ নং, তৎপর ১৫৫/১৫৪ নং, এস,এ- খারিজা ১৮৩/১ নং, আর, এস- ১০১৩ নং, হালে সেটেলমেন্ট এর ২৫৭৬ খতিয়ানের সাবেক ১৯২ (একশত বিরানব্বই) নং, এস, এ- ৬৮০ (ছয়শত আশি) নং, আর, এস-১২২১ ও ১৭২১ নং হাল সেটেলমেন্ট এর ২৫৮৯ নং দাগে জমির পরিমান-২০.২৫ (বিশ দশমিক দুই পাঁচ) কাঠা ইহার কাতে /১৩ (তের) কাঠা বা উত্তরে-১০২ ফুট ১০´ ইঞ্চি, দক্ষিনে-১০৯ ফুট ৩´ ইঞ্চি, পূর্বে-৯৭- ফুট ২´ ইঞ্চি, পশ্চিমে-৭৮ ফুট ৬´ ইঞ্চি ভুমি ও তদস্থিত গৃহাদি সমেত অত্র দলিল দ্বারা তোমাদের বরাবরে অছিয়ত করিয়া দিলাম। যাহার হোল্ডিং নং- ৬০, গ্রীন রোড, ধানামন্ডি, ঢাকার অন্তভূক্ত। যাহার চৌহদ্দিঃ উত্তরে-সামছুল হক সাহেব এর বাড়ী, দক্ষিণে-হেবাকৃত সম্পত্তির মালিক মিসেস জেরিনা আক্তার গং, পূর্বে-সাদেক সাহেব এর বাড়ী ৫৬ নং গ্রীণ রোড, পশ্চিমে- গ্রীণ রোড প্রধান সড়ক। যাহার বার্ষিক খাজনা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তেজগাঁও সার্কেলে আদায় হয়।

মুসাবিদা কারক

কম্পোজিটর

অত্র অছিয়ত নামা দলিল হলফ সহ ৫ পাতায় কম্পোজকৃত ও ৫ জন সাক্ষী বটে।

(সি, এম ইদ্রিস আলী)
ঢাকা জর্জ কোর্ট, ঢাকা

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
এ, আর কম্পিউটার,
২৭৯, তেজগাঁও শি/এ,
ঢাকা-১২০৮।

সাক্ষীগনের স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

৪।

৫।

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳২৫০ ৳২৫০

দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ঝ
২.৫০

০৫৪২৮৭৫

"হলফ নামা"

মাননীয়,
সাব-রেজিষ্ট্রার সাহেব,
সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মোসাম্মৎ লুৎফুন নেছা বেগম, স্বামী- মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান, সাং-৫২ নং লালবাগ রোড, থানা- লালবাগ, জিলা- ঢাকা, হাল সাং- ৬০ নং গ্রীণ রোড, থানা- ধানমন্ডি, জিলা-ঢাকা, জাতীয়তা বাংলাদেশী, ধর্ম-ইসলাম, পেশা-গৃহিনী।

আমি বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং জাতীতে বাংলাদেশী বটে। অত্র সংগীয় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য অত্র হলফনামা সংযোজন করিলাম ।
১। যে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল করা হইতেছে ঃ-
২। সংযুক্ত দলিলের যে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহা বাংলাদেশ দালাল আইন ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ৮ নং আদেশ বলে আটক করা হয় নাই।
৩। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৬ নং আদেশের সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিত্যাক্ত সম্পত্তি নহে।
৪। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তি বাংলাদেশ প্রচলিত যে কোন আইন অনুসারে সরকারে বর্তায় নাই বা বাজেয়াপ্ত হয় নাই।
৫। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ প্রচলিত যে কোন আইনের পরিপন্থি নহে।
৬। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশের ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ আইন ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ৯৮ নং আদেশ ৫ (ক) ধারা অনুসারে বাতিল যোগ্য নয়।
৭। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি নির্ভুল ভাবে অত্র দলিলে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মূল্য কম দেখানো হয় নাই তাহা হস্তান্তর করার অধিকার আছে।

এই হলফ নামায় ঘোষণা করিয়া যাহা বলিলাম তাহা জ্ঞান মতে সত্য এবং ইহাতে অদ্য .... ইং তারিখে সাব-রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে দস্তখত করিলাম। হলফকারিনী আমার পরিচিত। তিনি এই অফিসে হাজির আছেন এবং আমার সম্মুখে দস্তখত করিয়াছেন।

হলফকারিনীর স্বাক্ষর

সনাক্তকারী

সাব-রেজিষ্ট্রার
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট